তারিখ [illegible] ১৪০ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 4 ...

ইত্তেফাক

020

065

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গতকাল (শুক্রবার) হইতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

গতকাল কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরী বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে ছাত্রদের ছাত্রাবাস বিকাল ৬টার মধ্যে খালি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে একটি সরকারী নির্দেশে [illegible] সালামকে [illegible] মেডিক্যাল [illegible] অধ্যাপক [illegible] পিজি হাসপাতালে বদলি করা হইয়াছে।

গতকাল সকাল দশটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গ্যালারীতে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ (মুনির-হাসিব), ছাত্রলীগ (কাদের-চুন্নু), ছাত্র ইউনিয়ন ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ এই সভায় আজ (শনিবার) হইতে কালো ব্যাজ ধারণ করিয়া ক্লাসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তাহারা অধ্যক্ষ মাযহারুল ইমামকে কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে ঢুকিতে না দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাহারা [illegible]জের কোন কাগজপত্র [illegible] স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণে বাধা [illegible]ন এবং তাহার কার্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সভার পর একটি মিছিল বাহির করা হয়।

বেলা ১টায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পরই নূতনভাবে উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্ররা হোস্টেলে একত্রিত হইয়া বিকাল ৩টার দিকে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল বাহির করে এবং উক্ত মিছিল লইয়া শহীদ মিনার ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন প্রদক্ষিণ করে। দুপুরের দিকে দুই একজন ছাত্রকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে দেখা যায়। পরে বিকাল ৫টায় ছাত্ররা এক সভায় ছাত্রাবাস ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্ররা ছাত্রাবাসের দুইটি গেটই বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুনির-

(৮ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ

(১ম পৃঃ পর)

হাসিব), ইসলামী ছাত্র শিবির, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ; চিকিৎসক সংগ্রাম পরিষদ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ১ম ও ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীগণ পৃথক পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন

গত ৩০শে জুলাই একবার কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ করা হইয়াছিল। ঈদের পর কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা আন্দোলনে নামিলে ১ মাস ৫ দিনের ব্যবধানে পুনরায় কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ করা হইল।